আমাদের সময়

তারিখ ০৬ MAR 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

প্রাথমিক শিক্ষা বেহাল কমলগঞ্জে

শাব্বির এলাহী, কমলগঞ্জ ●

মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষা এখন বেহাল। ছুটি নিয়ে এক বছর ধরে চিকিৎসার জন্য বিদেশে অবস্থান করছেন এক শিক্ষিকা। অন্যান্য বিদ্যালয়ে শিক্ষক সংকট, যথাসময়ে বিদ্যালয়ে শিক্ষক উপস্থিত না হওয়াসহ বিভিন্ন অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে চলছে পাঠদান। এ অবস্থায় অফিসে বসেই দায়িত্ব পালন করছেন শিক্ষা কর্মকর্তারা। নিয়মিত বিদ্যালয় পরিদর্শন না করায় শিক্ষকরা প্রকাশ করেছেন ক্ষোভ। সরেজমিন উপজেলার কয়েকটি বিদ্যালয় ঘুরে ও শিক্ষক-অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলে এ চিত্র পাওয়া গেছে।

গত বুধবার উপজেলার শমশেরনগর ইউনিয়নের সতিঝিরগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সকাল ১০টায় গিয়ে দেখা গেছে, মাত্র এক শিক্ষিকা বিদ্যালয়ে এসেছেন। ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক গেছেন শমশেরনগর ক্লাস্টারের সভায়। অপর দুই শিক্ষিকা থাকলেও সকাল ১০টা ২০ মিনিট পর্যন্ত বিদ্যালয়ে তাদের দেখা যায়নি। এ বিদ্যালয় প্রায় ৩০০ ছাত্রছাত্রী অধ্যয়ন করছে। সাত শিক্ষকের স্থলে বর্তমানে কর্মরত চারজন। অথচ এই স্কুলে শিক্ষার্থীর অনুপাতে ৯ শিক্ষক প্রয়োজন। দীর্ঘদিন ধরে প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা সালমা বেগম গত বছরের ৩০ মার্চ থেকে চিকিৎসার ছুটি নিয়ে শিক্ষা অফিসকে না জানিয়ে বিদেশে (স্পেন) অবস্থান করছেন। আরেক সহকারী শিক্ষিকা সাদিয়া আহমেদ চার বছর ধরে ডেপুটেশনে কামুদপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে (১৫০০ বিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্প) শিক্ষকতা করছেন।

সতিঝিরগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সংকটের কারণে মারাত্মকভাবে পাঠদান ব্যাহত হচ্ছে বলে জানান বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি রুহেল আহমদ চৌধুরী। তিনি বলেন, শিক্ষক সংকটের বিষয়টি বারবার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হলেও কোনো ফল হয়নি।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, উপজেলার কেছুলোটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গত ছয় মাসেও কোনো কর্মকর্তা পরিদর্শনে আসেননি। চৈতন্যগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তিন জন শিক্ষক থাকলেও ১৭ ফেব্রুয়ারি প্রধান শিক্ষক তার বাবার শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে থাকায় এবং অন্য দু'জন ছুটিতে থাকায় একজন পুল শিক্ষক দিয়েই চলছিল পাঠদান। দীর্ঘদিন ধরে এই বিদ্যালয়েও কেউ পরিদর্শন করতে আসেননি। এছাড়াও ভেড়াছড়া, ভরতপুর, আদমপুরসহ বেশ কয়েকটি বিদ্যালয়ে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এসব বিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন ধরে কেউ পরিদর্শন করেননি। তৃতীয় দফায় জাতীয়করণকৃত ধূপাটিলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়েও যাননি কোনো শিক্ষা কর্মকর্তা। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বলেন, উপজেলা শিক্ষা অফিস থেকে কিছুই জানানো হয় না। যতটুকু সম্ভব নিজেদেরই খোঁজ নিয়ে জেনে নিতে হয়।

শ্রীসূর্য্য সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন ধরে দুই শিক্ষিকার পরস্পরবিরোধী অভিযোগ নিয়ে জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা সরেজমিন এলেও কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। ফলে এ বিদ্যালয়ে বিশৃঙ্খল অবস্থা দেখা দিয়েছে। সংশ্লিষ্ট এলাকাবাসী বিতর্কিত ওই দুই শিক্ষককে অন্যত্র বদলির দাবি জানায়।

কয়েক শিক্ষক বলেন, অধিকাংশ বিদ্যালয়ের পরিদর্শন খাতা অফিসে নিয়েই স্বাক্ষর করে দিয়ে দেওয়া হয়। তা ছাড়া অনেক শিক্ষক বিদ্যালয়ে আসেন দুপুরে। কেউ কেউ উপজেলা শিক্ষা অফিসে আসা-যাওয়া নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। ফলে শিক্ষার্থীদের যথারীতি পাঠদান করা সম্ভব হচ্ছে না।